জনাব রাজ্জাক সাহেব ও একজন রিজিকদাতা!

(তানজিরুল হুসাইন রাববি)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

জনাব রাজ্জাক সাহেব।

একজন মস্ত বড় সরকারি কর্মকর্তা।

সারা জীবনে বৈধ-অবৈধ উপায়ে বেশ মোটা অংকের টাকা কামিয়েছেন। পুরাতন একটি বাগান বাড়ি কিনেছেন যার ভিতরে একটি বড় দিঘি রয়েছে। যেখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের মাছের পোনা ছেড়েছেন যার মধ্যে তার প্রিয় মাছের তালিকায় রয়েছে রুই। দেখভালের জন্য বেশ কিছু কর্মচারীও রেখেছেন, এর ভিতর অন্যতম একজন হল রহিম মিয়া। সামান্য কিছু টাকার বেতনভুক্ত কর্মচারী।

আজ শুক্রবার।

দুই ছেলে, এক মেয়ে অার স্ত্রী অাকলিমা বানুকে নিয়ে রহিম মিয়ার নুন অানতে পান্তা ফুরায় টাইপ ছোট সংসার। শুক্রবার অাসলেই মেয়েটি তার কাছে আবদার করে, বাবা অনেকদিন হলো মাছ খাই না, কিন্তু রহিম মিয়া বরাবরই এড়িয়ে যায়। অাজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

রহিমের স্ত্রী বলে, "বাজার থেকে একটি রুই মাছ এনে দিলেই হয় মেয়েটা বারবার সাধ করে।"  উত্তরে রহিম মিয়া জানায়, আজ কর্তাবাবুর ছেলে অার মেয়ে ঢাকা থেকে অাসতেছে, এ উপলক্ষে দিঘীতে জাল ফেলা হবে, চলো আমরা সবাই যাই, গতর খেটে কিছু মাছের ব্যবস্থা ওখান থেকে হয়তো হতে পারে।

বেলা সাড়ে এগারোটা।

জুম্মার জন্য কর্তাবাবু রাজ্জাক সাহেব তড়িঘড়ি করছেন। এদিকে জাল ফেলা হলো, অনেক মাছ ধরা পরল যার বেশিরভাগই রুই মাছ। বেছে বেছে জালে ধরা পড়া রুই সহ সব মাছগুলো বড় চটের বস্তায় ভরে রাজ্জাক সাহেব একটা অটোতে করে বাসায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। একটা মাছও রাজ্জাক সাহেব তার বাগান বাড়ির কর্মচারীদের দিলেন না। তার যুক্তি হলো, অারে আমি তো ওদেরকে মাসে মাসে বেতন দেই, কেন আবার পুকুরের রুই মাছ ওদেরকে দেব?

কর্মচারীরা কেউ অবশ্য মুখ ফুটে চাওয়ার ও সাহস করে নাই। কেননা, এমনিতেই করোনা মহামারী, তার উপরে যদি চাকরিটা খুইয়ে যায় তবে তো ভিক্ষা করতে হবে!

বাগানবাড়ি থেকে আসার পথে মেয়ে তার মাকে বলে, মা আমাদের তো একটা মাছও দিলো না। রহিম মিয়ার স্ত্রী অাকলিমা বানু তার মেয়েকে বলল, "তোর বাবা তো অনেক সৎ, চুরি করলেও তো দু-একটা মাছ প্রতি সপ্তাহে আমরা পেতাম! খোদাতায়ালা তোর বাবাকে সততার পুরস্কার দিয়েছে, দেখিস না খালি হাতে আমরা ফিরতেছি।"

খোঁটা দেয়া স্ত্রীর এই ঠ্যাস মার্কা কথায় রহিম মিয়া কষ্ট পেল অার কিছুটা রাগতস্বরে বললো, "রিজিকে থাকলে শুধু অাস্ত মাছই না, কাটা ধোয়া পরিষ্কার করা প্যাকেট করা মাছ আসবে ইনশাল্লাহ আমাদের বাসায়; যদি থাকে নসিবে এমনি এমনি আসিবে।" অাকলিমা বানু ব্যাঙ্গ করে বললো, "বাপরে বাপ কি বুজুর্গ! মুখের কথায় মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে অাসবে রে,  দেখবো নে ক্যামনে অাসে?"

জুম্মা বাদ; বেলা অাড়াইটা।

জালে ধরা পড়া প্রায় সবগুলো মাছ কাজের বুয়াদের সহায়তায় কেটে বেছে ধুয়ে প্যাকেট করে ফ্রিজে রাখার কাজ সমাপ্ত করে কয়েকটা মাছ রান্না করা হলো।

আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের বাসায় রুই মাছের ভাজি, দো-পেয়াজা, রুই মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘন্ট, লেজ দিয়ে ডালের চচ্চড়ি। বেশ বড় রাজকীয় খাবার আয়োজন। রাজ্জাক সাহেবের এক ছেলে এক মেয়ে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে আজ এসেছে বাসায়, এই উপলক্ষে এই মাছ ধরা এবং রুই মাছের ভুড়িভেজ।

ডাইনিং টেবিলে সবাই খেতে বসেছে।

রাজ্জাক সাহেবের ছেলে রুই মাছের বড় একটা পিছের একটু অংশ মুখে নিয়ে বলল, মাছটা তো কেমন জানি লাগে। পঁচা পঁচা গন্ধ। এই মাছ কবে ধরা হয়েছে বাবা? রাজ্জাক সাহেব আশ্চর্য হয়ে বলে, "অারে তাজা মাছ! জুম্মার আগে ধরে নিয়ে আসলাম। কি বলিস তুই? অন্য একটা পিছ নিয়ে দেখ।" ছেলে বললো, "না অামি এই মাছ খাবো না, একটা ডিম ভেজে দেও অাম্মা।"

হঠাৎ করে বাবা-ছেলের এই কথোপকথনে ভিতরে রাজ্জাক সাহেবের মেয়ের গগনফাটা চিৎকার।

গলায় কাঁটা বেঁধেছে, আদরের দুলালী বলে কথা।

ডাইনিং টেবিলের ভোজের আয়োজন আপাতত সমাপ্তি।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা।

গলার কাঁটা কিছুতেই নামছে না। রাজ্জাক সাহেবের স্ত্রীর সাফ কথা, এই রুই মাছগুলো অপয়া। দীর্ঘদিন দীঘিতে থাকতে থাকতে জ্বীন ভর করেছে এদের উপরে (তার ধারণা দিঘীতে একটা মাইট রয়েছে) এই মাছ কোনক্রমেই বাসায় রাখা যাবে না। এদিকে ঘটনাক্রমে রাজ্জাক সাহেবের বাসায় কাজ করতো অাকলিমা বানু। সকালের ঐ ব্যবহারে রাগ করে কাজে যায়নি রাজ্জাক সাহেবের বাসায়। তবে বিকেলে কাঁটা বেঁধে যাবার ঘটনা শুনে এলাকার হুজুরের দেওয়া পড়া পানি  নিয়ে সন্ধ্যার দিকে রাজ্জাক সাহেবের বাসায় হাজির। রাত অাটটার দিকে অবশেষে মেয়ের গলার কাঁটা নামে।

রাত সাড়ে নয়টা।

ডাইনিং টেবিলে মুরগী, ভাজি, সবজি, শুটকী ভর্তা অার ডিমের তরকারি সাজানো।

রাজ্জাক সাহেব জিজ্ঞেস করে রুই মাছের তরকারি কোথায়? তার স্ত্রী বলে, মাছগুলোতো দুপুরে কাটা বাছা করে ফ্রিজে রেখে ছিলাম রাতেও খাবো বলে, কিন্তু তোমার মেয়ে আর ছেলের এই কান্ড দেখে অার বাসায় রাখিনি ঐ অপয়া মাছগুলো। সব প্যাকেট গুলো কাজের বুয়াদেরকে ভাগ করে দিয়ে দিয়েছি।

এশার নামাজের পর রহিম মিয়ার বাসায় হোগলা বিছিয়ে প্রতিদিনকার খাবারের আয়োজন। রহিম মিয়া অবাক তার পাতে বড় একটা রুই মাছের মাথা। তার তো চোখ ছানাবড়া।

চোখ বড় করে তার স্ত্রী আকলিমা বানুকে জিজ্ঞেস করে, "কী রে এই মাছ কনে পাইলি?

মুচকী হেসে অাকলিমা বানু উত্তর দেয়, "যদি থাকে নসিবে এমনি এমনি আসিবে!"